# বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪)

# কক্সবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

# অধ্যক্ষের বাণী

ষোল কোটি মানুষের এ দেশে বহু শিক্ষিত যুবক বেকার, অধিকন্তু বহু শিক্ষার্থী কোন প্রকার যোগ্যতা অর্জনের আগেই ঝড়ে যায় আমরা আর তা হতে দিতে পারিনা। সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেবার, আগামী প্রজন্মকে আমরা কিরূপ দেখতে চাই? লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার, নাকি দক্ষ কর্মক্ষম জনশক্তি? প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি কর্মোপযোগী দক্ষতা দিতে পারলে, তবেই আমরা দেশের অবস্থা বদলাতে পারব। এ জন্য কারিগরি শিক্ষায় তাকে আকৃষ্ট করতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে আনন্দময়। কারিগরি শিক্ষায় এর সুযোগ অনেক আকৃষ্ট বেশী, আমাদেরকে তা কাজে লাগাতে হবে। শুধুমাত্র অ, আ, ক, খ অথবা অ, ই, ঈ, উ শিখলেই মানুষ হওয়া যাবে না। প্রয়োজন মানবিক গুনাবলীর। যেমন- ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃংখলা, শিষ্টাচার, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার সহাবস্থান, সৌহার্দ, অধ্যবসায় ইত্যাদি সহ বিজ্ঞান মনস্ক, কুসংস্কার মুক্ত মানসিকতা এ দায়িত্ব ও আমাদের নিতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ মানুষের বিশাল চাহিদা। আমাদের মানুষ আছে, কিন্তু দক্ষতা না থাকায় লাখ-লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ গিয়ে অমানবিক পরিশ্রম করে বেতন পায় দশ হাজার টাকা, আর পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের লোকেরা দক্ষতার কারনে আরামের চাকরি করে বেতন পায় লাখ টাকা। আমাদের অদক্ষতার সুযোগে বহু সংখ্যক বিদেশিও এদেশে চাকরি করে মোটা অংকের বেতন নিয়ে যায়। আমরা কি শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখব? আসুন আমরা দেরীতে হলেও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিই, আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলি প্রতিযোগিতামুলক বিশ্ব-বাজারের উপযোগি দক্ষ ও কর্মক্ষম জনশক্তি হিসেবে।

প্রকৌ. তপন কুমার ঘোষ

অধ্যক্ষ

কক্সবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

## প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

নির্মল পরিবেশে সবুজ বেষ্টনিতে সমুদ্র সৈকতের লাবনী পয়েন্ট বা সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে পূর্ব দিকে ৩ কিলোমিটার দূরে, বার্মিজ মার্কেট থেকে ১/২ কিলোমিটার পূর্বে দিকে, বাস টার্মিনাল থেকে ১.৫ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে খুরুশকুল রোডের মাথা থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৫০ গজ দূরে পর্যটন শহর কক্সবাজারে রুমালিয়ার ছড়ায় মেইন রোডের (প্রধান সড়ক) পার্শ্বে ৩. ১ একর জমির উপর এ প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। ১৯৬০ দশকে এ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৬০ দশকের শেষের দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭৩ সালের শুরুর দিকে মাত্র ২টি ট্রেড নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি "ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" নাম ধারণ করে যাত্রা শুরু করে। তখন ২টি ট্রেডে মোট (২০+২০) = ৪০ জন (আসন সংখ্যানুসারে) প্রশিক্ষনার্থী ছিল। ট্রেড ২টির নাম (১) রেডিও এন্ড টিভি (টেলিভিশন) যা বর্তমানে জেনারেল ইলেকট্রনিঙ নামে পরিচিতি। (২) অটোমোবাইল যা বর্তমানে অটোমোটিভ নামে পরিচিত। ২০০৩ খ্রিঃ এ "ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" এর নাম পরিবর্তন করে "টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ" নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে জে এস সি (ভোক) ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, এসএসসি (ভোক) ৯ম-১০ম এইচএসসি (ভোক), ১১শ-১২শ কোর্স সমূহ চালু আছে। এখন মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২২০ জন। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ১টি সু-বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে একটি প্রশাসনিক ভবন, চারটি একাডেমিক ভবন ও ১৭০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৮ ফুট (বারান্দা সহ) প্রস্থ বিশিষ্ট সেমিপাকা ভবন রয়েছে। পাশাপাশি আর একটি ২১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ৩৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট ১টি ৫ তলা ভবন প্রতিষ্ঠানের মাঠের দক্ষিণ দিকে নির্মাণাধীন। প্রতিষ্ঠানের কোল ঘেষে একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ রয়েছে। একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এ পরিত্যক্ত ভবনে মিত্র বাহিনী, রক্ষীবাহিনী ও বিডিআর বাহিনী পর্যায়ক্রমে ১৯৭৩ খ্রিঃ এর পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। ১৯৭১ খ্রিঃ এর শুরুতে স্থানীয় মুক্তি-যোদ্ধারা পিটিআই মাঠ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নিতেন এবং এখানে অবস্থান করতেন। মুক্তি যুদ্ধের সময় এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

### **Vision (**রূপকল্প**) :**

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টিএসসি কক্সবাজার হতে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের উন্নত পেশা গঠন।

(Build better career of TSC Cox's Bazar passed graduates through vocational education and trainging).

### **Mission** মিশন **(**অভিলক্ষ্য**)** ঃ

মান সম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্দশমান নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণ ও মূল্যায়ন।

২। দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে কোয়ালিটির সমন্বয় সাধন।

৩। শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি ধারাবাহিক উন্নতির জন্য গবেষণা করা এবং শিক্ষা উপকরণ ও প্যাকেজ তৈরিকরণ।
৪। চাকুরী বাজারে দক্ষ মানবশক্তি তৈরি ও শিল্প কারখানার মধ্যে আরও সম্পর্ক স্থাপন জোরদার করা।

৫। শিক্ষার্থীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে তাদের মধ্যে গাইডেন্স,

কাউন্সেলিং করা এবং তাদের মন ও শরীরের উৎকর্ষতা জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।

৬। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে দলগত উৎসাহ বাড়ানো।

৭। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে পর্যাক্রমে ডিজিটালাই করা।

৮। ছাত্রীদের জন্য উন্নত পরিবেশ ও নিরাপত্তা জোরদার করা।

৯। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

১০। শিক্ষার্থীদের পাশের হার বাড়ানো।

শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ

| শ্রেণি | ট্রেড | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ষষ্ঠ | প্রি ভোকেশনাল | ১৩২ |
| সপ্তম | প্রি ভোকেশনাল | ১৩৯ |
| অষ্টম | প্রি ভোকেশনাল | ১৩০ |
| নবম | | |
| | ইলেকট্রনিক্স | ৮৩ |
| | অটোমোবাইল | ৮০ |
| | কম্পিউটার | ৮৪ |
| | ইলেকট্রিক্যাল | ৮৫ |
| দশম | | |
| | ইলেকট্রনিক্স | ৬২ |
| | অটোমোবাইল | ৫৮ |
| | কম্পিউটার | ৬৭ |
| | ইলেকট্রিক্যাল | ৫৬ |
| একাদশ | | |
| | ইলেকট্রনিক্স | ২৫ |
| | অটোমোবাইল | ২৫ |
| | কম্পিউটার | ৪০ |
| | ইলেকট্রিক্যাল | ৩২ |
| দ্বাদশ | | |
| | ইলেকট্রনিক্স | ২৩ |
| | অটোমোবাইল | ২৭ |
| | কম্পিউটার | ৩৭ |
| | ইলেকট্রিক্যাল | ৩৫ |
| মোট | | ১২২০ |

## শিক্ষার্থী পাশের হার (২০২৪)ঃ

| শ্রেণি | পাসের হার | সাল |
|---|---|---|
| এস.এস.সি | ৭৯% | ২০২৪ |
| এইচ.এস.সি | ৯৫% | ২০২৪ |

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের  প্রধান অর্জনসমূহঃ

-(১) অটো ট্রেডের সামনে গর্ত (ditch) ভরাট এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট পরিসরে প্রাত্যহিক সমাবেশ করার স্থান তৈরী।

(২)১. শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠ তৈরী।

(৩) অফিসের সামনে মাঠ ভরাট, জঙ্গল পরিস্কার এবং পাকা-করণ।

(৪) . চারদিকের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার, উঁচু এবং পুনঃনির্মাণ।

(৫) নতুন আরো ৬ টি ক্লাশরুম তৈরি করা

(৬) নতুন ভবনের তিন  তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন। বাকি কাজ চলমান।

(৭) মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কমন রুম ও নামাজ রুমের ব্যবস্থা করা।

(৮) মেইন গেটে ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন।

(৯) মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ওয়াশ ব্লক স্থাপন।

(১০) আলোক সজ্জায়ন করা।

(১১) বহিরাগতদের কাছ থেকে নিচু ভূমি উদ্ধার।

(১২) সমস্ত ল্যাব/ওয়ার্কশপে Wifi সংযোগ করা।

(১৩)সকল ক্লাশরুম  সিসিটিভি-এর আওতায় আনা, তবে আরও সিসিটিভি'র পরিসর বাড়াতে হবে।

(১৪) সিটিজেন চার্টার, ভিশন-মিশন ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সম্বলিত বোর্ড তৈরী।

(১৫) ইলেকট্রিক্যাল ভবন উর্ধমুখী সম্প্রসারণ।

(১৬) অটো ওয়ার্কশপের একটি রুম টাইলস করা।

(১৭) নতুন বিল্ডিং নির্মানের জন্য পুরাতন টিন সেড অপসারণের জন্য নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

(১৮) একাডেমিক রুমের সামনে গর্ত (Ditch) ভরাট ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

(১৯) শিক্ষার্থীদের থিওরী ও ব্যবহারিক ক্লাশ নিশ্চিত করা।

(২০) ফুলের বাগান তৈরী।

(২১) ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের মাধ্যমে ভর্তি ও ফরম ফিলাপের ব্যবস্থা।

(২২) নবম শ্রেণীতে আংশিক অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা।

(2৩) আভ্যন্তরীন রাস্তা পাকা-করণ।

(2৪) প্রায় ৩০০ ফুট পাকা ড্রেন তৈরি।

(২৫) নিচু ভূমির কিছু অংশ Sand Filling

(26) নতুন আরও ১১টি সিসি টিভি স্থাপন

(২৭) প্রায় ৩৫টি কম্পিউটার ব্যবহারিক ক্লাশের উপযোগী সচল করা।

(২৮) প্রায় ৪০০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল পুন: নির্মান করা।

(২৯) শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

## সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

(১) অবকাঠামো অপ্রতুল।

(২) শিক্ষক স্বল্পতা।

(৩) ব্যবহারিক ক্লাশের চ্যালেঞ্জ।

(৪) শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বড় চ্যালেঞ্জ।

(৫) নিরাপত্তা কর্মচারীর অভাব।

(৬) শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১.মেইনগেট অটোমেশন করা। ২. আভ্যন্তরীন রাস্তা পাকা-করণ। ৩. অভ্যন্তরীন ড্রেন সিস্টেম আরো উন্নত করা। ৪. সহ-শিক্ষা জোরদার করলা'গ, ক্লাশ মনিটরিং বৃদ্ধি করা। ৫ শুদ্ধাচারে জোর দেওয়া। 0৬, শিক্ষার্থীদের দক্ষতার প্রতি নজর রাখা। ০৭, অত্র প্রতিষ্ঠানকে মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। ০৮, গেস্ট রুম-এর ব্যবস্থা। ০৯. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে সামা ও সমতার নীতি নিশ্চিত করা এবং প্রবেশ গম্যতার উন্নয়ন ঘটানো ১০. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ১১, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন জোরদার করা ১২. দেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষন ও লালন করা ১৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সঠিক বাবহার করা ১৪, শিক্ষার্থীদের ডাটাবেস তৈরী। ১৫. শহীদ মিনার তৈরী। ১৬. সাইকেল। গ্যারেজ তৈরী ।